28 JUL 2009
১ ৩

“মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী বেড়েছে” কমেছে সাধারণ শিক্ষায়

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

মাদ্রাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থী কমেছে ৭ দশমিক ৭১ ভাগ। গতকাল রাজধানীতে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এক রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়েছে।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম জানায়, টিআইবি প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে ৩২টি সুপারিশ করা হয়।

টিআইবি রিপোর্ট

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়' শিরোনামের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন টিআইবির গবেষণা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম। এতে বলা হয়, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক (৪৮ শতাংশ) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আশায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে এনজিও পরিচালিত স্কুল বা মাদ্রাসায় চলে যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা সহজ হওয়ায় অনেক ছেলেমেয়ে সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ, বিপরীতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থী হ্রাস পেয়েছে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ।

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হিসেবে টিআইবি বলছে, অনেকে উপবৃত্তি পাওয়ার আশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়; কিন্তু পরে বৃত্তির আওতায় আসতে না পেরে বিদ্যালয় ছেড়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যার প্রকৃতি চিহ্নিত করতে গিয়ে শিক্ষকদের সমস্যা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের

রিপোর্ট : পৃষ্ঠা : ২ ক :

রিপোর্ট : টিআইবির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সমস্যা নিয়ে আলাদা আলোচনা করা হয় গবেষণা প্রতিবেদনে। শিক্ষক নিয়োগের অনিয়ম প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক দুর্নীতি এখন প্রায় বন্ধ; কিন্তু পছন্দের বিদ্যালয়ে বদলি হতে ঘুষ লেনদেন অব্যাহত রয়েছে।

বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে অনুদানের নামে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে টিআইবি বলছে, বিদ্যালয় উন্নয়নের কথা বলে শিক্ষক নিয়োগের সময় ২০ থেকে ৪০ হাজার টাকা করে অনুদান নেয়া হয়; কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িতরা অনেক সময় এ টাকা ভাগ করে নেন। ফলে অনেক সময় কম যোগ্যতার প্রার্থী নিয়োগ পেয়ে যান।

ঘুষ ও তদবির ছাড়া শিক্ষকরা এমপিও (মাসিক সরকারি টাকা) সুবিধা পান না বলেও অভিযোগ করেছে টিআইবি। ৩টি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, একটি ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা এবং অন্যটিতে ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল। বাকিটিতে ঘুষ প্রয়োজন পড়েনি উচ্চপর্যায়ের সুপারিশের কারণে। বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ তোলা হয় গবেষণা প্রতিবেদনে।

প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কম বেতন-ভাতাকে একটি বড় প্রতিবন্ধক মনে করছে টিআইবি। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, বেতন-ভাতার স্বল্পতার কারণে অনেক শিক্ষক বাধ্য হয়ে অন্য কোন আয়মূলক কাজে নিজেকে জড়িত করছেন। এছাড়া উচ্চশিক্ষিতরা সুযোগ পেলেই এ পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, পিটিআই প্রশিক্ষণের সময় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা চাঁদা নেয়া হয়ে থাকে। অবসরের পর শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ও অন্যান্য পাওনা বুঝে পেতে ঘুষ দেয়ারও প্রমাণ রয়েছে প্রতিবেদনে।

এতে বলা হয়, দেশের ৭৩ শতাংশ সরকারি এবং ৭০ শতাংশ রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে ৪ শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও ছুটি ও পিটিআই প্রশিক্ষণের কারণে গ্রামের অনেক বিদ্যালয়ই এক বা দু'জন শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যার মধ্যে শ্রেণীকক্ষের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পরিচালনায় অর্থ স্বল্পতা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে শিক্ষকদের হয়রানি, শিক্ষকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অনিয়ম, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের নিষ্ক্রিয়তাকেও চিহ্নিত করেছে টিআইবি।

উপবৃত্তি বিতরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় চাপ ও স্বজনপ্রীতির কারণে উপযুক্ত নয় এমন শিক্ষার্থীদেরও উপবৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও উপবৃত্তি দিতে আসা কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন ও যাতায়াত খরচের কথা বলে টাকা নেয়া হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকর ও গতিশীল করতে ৩২টি সুপারিশ করা হয় টিআইবির প্রতিবেদনে। এসব সুপারিশের মধ্যে আছে- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা, ইউনিয়নভিত্তিক কোটার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা, বেতন কাঠামো যুগোপযোগী করা, সরকারি-রেজিস্টার্ড কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন ব্যবধান কমিয়ে আনা, নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাইয়ের ব্যবস্থা করা, শূন্য পদ পূরণ ও জাতীয় বাজেটে এ খাতের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মুহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইয়া ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থী সাধারণ স্কুল থেকে মাদ্রাসা বা অন্য ধরনের শিক্ষায় চলে যায়। এ কারণে একে ঝরেপড়া ভেবে নেয়া ঠিক হবে না।

টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. নজরুল ইসলাম খান, শিক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।